আল-মুমিনুন | Al-Mu'minun | ٱلْمُؤْمِنُون

আয়াতঃ ২৩ : ৬০

আরবি মূল আয়াত:

وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوا وَّ قُلُوبُهُم وَجِلَةٌ اَنَّهُم اِلٰى رَبِّهِم رٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾

অনুবাদসমূহ:

আর যারা যা দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে, তারা তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। — আল-বায়ান

যারা তাদের দানের বস্তু দান করে আর তাদের অন্তর ভীত শংকিত থাকে এ জন্যে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। — তাইসিরুল

আর যারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। — মুজিবুর রহমান

And they who give what they give while their hearts are fearful because they will be returning to their Lord - — Sahih International

৬০. আর যারা যা দেয়ার তা দেয়(১) ভীত-কম্পিত হৃদয়ে, এজন্য যে তারা তাদের রব-এর কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।(২)

(১) يؤتون শব্দটি إيتاء শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ দেয়া, খরচ করা ও দান-খয়রাত করা। তা যাকাতও হতে পারে, আবার নফল সাদকাহও হতে পারে। [ইবন কাসীর] এমনকি এর দ্বারা যাবতীয় নেক ও কল্যাণের কাজ যেমন সালাত, যাকাত, সাদাকাহ ও হজ্জ ইত্যাদি সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি শূন্য ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে না। যা মনে আসে তাই করে না। বরং তাদের মন সবসময় তাঁর ভয়ে ভীত থাকে। তারা আরও ভয় করে যে, আমরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক দেয়ার পরও তা আমাদের থেকে কবুল করা হচ্ছে কি না? আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করে বললাম যে, এই কাজ করে যারা ভীত কম্পিত হবে তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না হে সিদ্দীক তনয়! বরং এরা ঐ সমস্ত লোক যারা সাওম পালন করে, সালাত পড়ে। এতদসত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই আমল আল্লাহর কাছে (আমাদের কোন ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে [আহমদ ৬/২০৫, তিরমিযীঃ ৩১৭৫] হাসান রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি এমন লোক দেখেছি। যারা

সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয় যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। [কুরতুবী] মুফাসসিরগণ তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

* তাদেরকে যা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা তারা দেয়া সত্বেও ভয় পায় যে, তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে তিনি প্রত্যেকের যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তাই তাদের দান যথাযোগ্য পন্থায় হয়েছে কি না সে ভয়ে তারা ভীত।

* অথবা, তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবার কারণেই ভয় করছে, কারণ তাঁর কাছে কোন কাজই গোপন নেই। যে কোন ভাবেই তিনি ইচ্ছা করলে পাকড়াও করতে পারেন।

* তাছাড়া, আয়াতের অন্য কেরাআত হলোঃ أتوا তখন অর্থ হবে, তারা যা কাজ করার তা করে, তারপর তারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রব-এর কাছে ফিরে যেতে হবে ফলে তিনি তাদের কাজের হিসাব নিবেন। আর যার হিসেব কড়াভাবে নেয়া হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৬০) আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। [1]

[1] অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, কিন্তু এ আশঙ্কাও করে যে, কোন ত্রুটির কারণে আমাদের আমল বা সাদকা যেন অগ্রাহ্য না হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ভীত-কম্পিত কে? যে মদ্য পান করে, ব্যভিচার করে ও চুরি করে?’ নবী (সাঃ) বললেন, ‘‘না বরং তারা, যারা নামায আদায় করে, রোযা পালন করে, সাদকাহ করে; কিন্তু ভয় করে যে, এসব যেন অগ্রহণযোগ্য না হয়ে যায়।’’ (তিরমিযীঃ সূরা মুমিনের ব্যাখ্যা, আহমাদ ৬/১৬০, ১৯৫)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2733

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন